দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..0 ... ... 199... ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম ..2... ...

খালেদা জিয়ার প্রতি শেখ হাসিনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রমও বন্ধ করুন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ও শিক্ষার পরিবেশের স্বার্থে আমরা ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিয়াছি। প্রধানমন্ত্রীকেও তাঁহার ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী দলের কার্যক্রম বন্ধ করিতে হইবে। আর যেন ক্যাম্পাসসহ কোথাও সন্ত্রাসী ঘটনা না ঘটে। (১১শ পৃঃ ৫ম কঃ দ্রঃ)

শেখ হাসিনা

(১ম পৃঃ পর)

গতকাল পরলোকগত আওয়ামী নেতা ফণীভূষণ মজুমদারের ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণসভায় শেখ হাসিনা বলেন, এ সরকারের অযোগ্যতা-অদক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দেশব্যাপী হতাশার জন্ম দিয়াছে। উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, দীর্ঘদিন অনাহারে অর্ধাহারে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া দেড় লক্ষাধিক মানুষ ডায়রিয়া কলেরাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, হাড্ডিসার হইয়াছে, ৯ হাজারের মত মানুষ মারা গিয়াছে, কিন্তু সরকার স্বীকার করিতেছেন না। অপরদিকে জাতি আশা করিয়াছিল, প্রধানমন্ত্রীও ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিবেন। আর বন্ধ না করিলে এযাবৎ ক্যাম্পাসে যত সন্ত্রাস, যত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে সেই সবের জন্য প্রধানমন্ত্রীই দায়ী হইবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাসন্তীর কথা বলা হইয়াছিল। আমি বাসন্তীর বাড়ি গিয়াছিলাম, কি মানবেতর জীবন তাহারা যাপন করিতেছে বলা যায় না, খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে বাসন্তির মা শক্তি রাণী মারা গিয়াছে। আমার প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধুর রক্ত নিয়াও আজও কেন বাসন্তীর পেটে ভাত নাই, হাজারও বাসন্তীর জন্ম হইয়াছে? কেন চিলমারীর বাসন্তীকে ছাড়াইয়া লালমনিরহাটে এবার 'বাসন্তী-জয়ন্তী' দুইবোন অনাহারে মারা গেল? আমার মায়ের রক্ত নিয়াও কেন বাসন্তীদের পরনে কাপড় নাই, কেন শিশু রাসেলের রক্ত নিয়াও আজও ৫ টাকায় শিশু বিক্রয় হইল? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে।

ফণীভূষণ মজুমদার স্মৃতি সংসদ আয়োজিত ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্তের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, আবদুর রাজ্জাক, সিপিবির সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য, সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন।

শেখ হাসিনা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের 'দুর্ভিক্ষাবস্থা-পীড়িত' অঞ্চল সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন, যেখানেই গিয়াছি, মানুষের মুখে একটি কথাই শুনিয়াছি—'কতদিন ভাই খাই না।' এ সময় শেখ হাসিনা ভেজাকণ্ঠে বলেন, মানুষের এই অবস্থা দেখিয়াও সরকার দায়িত্ব নেওয়ার ভয়ে স্বীকার করিতেছেন না। মিথ্যা মামলা দিয়া হয়রানি করিয়া আমাদের কর্মীদেরও কাজ করিতে দিতেছেন না। তিনি বলেন, আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিতে বিশ্বাস করেন না। বাধ্য হইয়াই তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজী হইয়াছেন এবং আমরাই জাতির কাছে আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু বিএনপি বিরোধী দলে থাকিলে কি করিত আল্লাহ পাকই জানেন। আওয়ামী লীগের সৈয়দ আহমদ বলেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানটি করার জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছিল, খালিও ছিল, কিন্তু কোন কারণ না দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তাই এই স্বল্প পরিসরে স্মরণ সভা করিতে হইতেছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ফনীভূষণ মজুমদারের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সততা, ত্যাগ ও সাহসের জন্য বক্তাগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া বলেন, আজকের প্রজন্মের জন্য এই নেতা অনুসরণীয় চরিত্র।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের সূচনা হইয়াছে, সংসদ আছে, তবুও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার রুদ্ধ করার কালো আইন ইনডেমনিটি এ্যাক্ট আজও বাতিল হয় নাই। ৪ জাতীয় নেতার হত্যার বিচার হইতেছে না, রেডিও টেলিভিশনে নতুন প্রজন্মের কাছে অসত্য ইতিহাস তুলিয়া ধরা হইতেছে। আবদুর রাজ্জাক বলেন, আজ একদিকে সন্ত্রাস, অন্যদিকে ভারতের বাবরী মসজিদ ও রামমন্দিরের প্রশ্ন লইয়া ভারতের মৌলবাদী বিজেপির মত এখানেও সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। ইহা দুঃখজনক। সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক বলেন, জামায়াতে ইসলামী বাবরী মসজিদ প্রশ্নে এখানে বেশী কথা না বলিলেও তাহারা জানে সুফল তাহাদের ঘরেই আসিবে। পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, শুধু ক্ষুধার দুর্ভিক্ষ নহে, আজ সাংস্কৃতিক দুর্ভিক্ষও চলিতেছে।